৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ২২ আশ্বিন – ২৮ আশ্বিন, ১৪২৮ ঃ ৯ অক্টোবর – ১৫ অক্টোবর, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 50, 9 OCTOBER - 15 OCTOBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

ছুটি

আসন্ন শারদোৎসবে দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় আগামী ১৬ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় ২৩ অক্টোবর প্রকাশিত হবে আলিপুর বার্তা। চালু থাকবে ওয়েব পোর্টাল।

সকলকে আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে রইল শারদ শুভেচ্ছা।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সপ্তাহের শেষ বেলায় কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিল এবারও

বহাল থাকবে গত বছরের নিষেধাজ্ঞা। মণ্ডপে ঢুকতে পারবে না দর্শনার্থী। দুর্গা পুজোর সব মণ্ডপই থাকবে ভিড়হীন। করোনা রুখতে রাজ্য সরকারও লিখিতভাবে এই শর্তই মেনে নিয়েছে। বাধা রয়েছে অঞ্জলি ও সিঁদুর খেলাতেও। বাতিল কার্নিভালও।

রবিবার : রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি না জানিয়ে ডিভিসি জল ছাড়ার জন্যই এই বিপদ। ডিভিসি অবশ্য এ ব্যাপারে উল্টোমতে জানিয়েছে চুক্তি অনুযায়ীই ডিভিসি জল ছাড়ে। এটা আগাম জানাবার বিষয় নয়। বন্যা কবলিত ২২ লক্ষ রাজ্যবাসীর জন্য ক্ষতিপূরণ চাইছে রাজ্য।

সোমবার : বিধানসভার উপনির্বাচনে ভবানীপুরে কেন্দ্রে ৫৮ হাজারেরও বেশ

ভোটে জয়লাভ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যাবার পর এটা ছিল তাঁর ফিরে আসার লড়াই। অন্য দুই কেন্দ্র জঙ্গিপুর ও শমসেরগঞ্জেও জিতেছে তৃণমূল। তবে শমসেরগঞ্জে কংগ্রেস ছাড়া দুটি কেন্দ্রে দ্বিতীয় বিজেপি। বামেরা প্রায় নিশ্চিহ্ন।

মঙ্গলবার : উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলের গাড়ির ধাক্কায় মৃত

চার কৃষকদের নিয়ে মহাশোরগোল শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কংগ্রেসসহ বিরোধীদলের নেতারা নেমে পড়েছেন কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে। এছাড়াও হামলায় মৃত্যু হয়েছে গাড়ির চালক, তিন বিজেপি কর্মী ও এক সাংবাদিকসহ আরও পাঁচ জনের। খুনের মামলায় দায়ের হয়েছে মন্ত্রীপুত্রর বিরুদ্ধে।

বুধবার : পুজোর মরশুম কেটে গেলেই নাকি স্কুল খুলবে রাজ্যে। কিন্তু বন্ধ

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো মেরামতিতে মাত্র ৬৪৬৮টি স্কুলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১০৯ কোটি টাকা। আমফান-ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্ত আরও বহু স্কুলের তাহলে কি হবে, প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষক মহলে। যদি টাকা আসেও এই কদিনে কি মেরামত সম্ভব?

বৃহস্পতিবার : বর্ষা বিদায় নেওয়ার বার্তা দেওয়ার পরেও নিস্তার নেই বাংলার।

কের এক নিম্নচাপের স্পন্দন দেখা দিয়েছে আন্দামানের সাগরে যার জেরে অষ্টমী থেকে দশমীতে বৃষ্টি ভাসাতে পারে পুজোর আনন্দ। কলকাতাসহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল।

শুক্রবার : টিকার দুটি ডোজ হয়ে গেলে মাস্ক পরে সর্বোচ্চ ৬০ জনের বেশি বড় মণ্ডপে

ঢুকতে পারবেন না, ছোট মণ্ডপে ১৫ জন। সিঁদুর খেলা, অঞ্জলিতেও থাকবে দুটি ডোজের প্রেসক্রিপশন। তবে সব ক্ষেত্রেই মানতে হবে দূরত্ব বিধি। নতুন করে জানিয়ে দিল আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দুয়ারে দুর্গা তবু মন ভালো নেই বাংলার

নদী গর্ভে তলিয়ে গেল বাড়িঘর

সুভাষ চন্দ্র দাশ: আচমকা নদীবাঁধ ভেঙে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল ২০ টির ও বেশি বাড়িঘর। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী গ্রামপঞ্চায়েতের রাধাবল্লভপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ সুন্দরবনের হোগল নদীতে জোয়ার চলছিল। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই নদীবাঁধ ভেঙে গিয়ে গোটা রাধাবল্লভপুর গ্রাম গ্রাস করে ফেলে নদীর লবণাক্ত জল। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে একের পর এক বাড়িঘর। আচমকা এমন ঘটনা জানতে পেরে কোনও রকমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন লোকজন। অনেকেই আবার ঘুমন্ত অবস্থায় নদীর জোয়ারের জলে ভেসে যেতে থাকে। স্থানীয়রা প্লাসটিকের ড্রাম ফেলে তাদেরকে উদ্ধার করে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও এলাকার মানুষের বাড়িঘর সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ সমস্ত কিছুই নদীগর্ভ গ্রাস করে নিয়েছে। এলাকার মানুষজন কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন সর্বগ্রাসী হোগল নদীর দিকে। স্থানীয় মানুষজনের দাবি রাতের দিকে ঘটনাটি ঘটলে প্রচুর মানুষের সলিল সমাধি ঘটতো। সেদিক দিয়ে বাঁচোয়া। প্রায় ঘন্টা চারেক পরও প্রশাসনের লোকজনদের ঘটনাস্থলে আসলেও কোনও উদ্ধার কাজে হাত লাগায়নি। বরং সর্বহারা মানুষজন নদীরপাড়ে পড়ে থাকা সামান্য জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। পুনরায় আবার বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে এমন বাড়িগুলো থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে নিচ্ছেন দুর্গতরা।

এরপর তিনের পাতায়

মায়ের কৃপাদৃষ্টি কী মিলবে! শোভাবাজার রাজবাড়িতে চক্ষুদান। ছবি : কৌশিশ ভট্টাচার্য

সীমিত ফুল ফল ব্যঞ্জনে খুশি হবেন তো উমা!

কুনাল মালিক: পঞ্চব্যঞ্জনে মায়ের পেট ভরবে না এবার। পৃথিবীর এই করুণ দশায় উমা বাপের বাড়ি আসছেন। তাও বাপের বাড়ির লোকজন তাদের দরিদ্র এবং নিঃস্ব অবস্থা মেয়ের কাছে লুকানোর জন্য মুখে হাসি নিয়ে বরণ করছেন ঠিকই কিন্তু মনে সেই দুঃখটা রয়েই যাচ্ছে। এই উমা অন্তর্যামী তিনি সবই বোঝেন তাও তিনি আসছেন দুঃখ ভরা পৃথিবীকে নিস্তার দিতে। অনেকের মুখেই আবার শোনা যাচ্ছে দুর্গা পুজো নিয়ে, প্রতিমা নিয়ে ছেলে খেলার নাকি শাস্তি দিচ্ছেন মা এবং সেই দুঃখ দেখতেই মা এবছর পদার্পণ করছেন। দেবী পক্ষের সূচনা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই শহরের বড় বড় পুজো কমিটির পুজোর উদ্বোধনও হয়ে গেছে। গ্রাম ও শহরতলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এখনও অনেক মণ্ডপ তৈরি হয়নি। তাছাড়া হুগলি–আরামবাগ–বাঁকুড়া পূর্ব মেদিনীপুর সহ নানা জেলায় বন্যার ভ্রুকুটিতে মা দুর্গার আরাধনায় বিলম্বিত লয় চলছে। গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত। ঘর ছাড়া হয়েছেন বহু মানুষ। নৌকা ছাড়া উপায় নেই ওই সব জায়গায়। সেখানে মা দুর্গা আসবেনই বা কী করে? তাই বহু দুর্গা পুজোই ওই এলাকায় আর হবে না। নিয়ম মেনেই মা দুর্গাকে ঘটে আরাধনা করলেও হয়তো মা দুর্গার ভোগ নিবেদনের জন্য হাত পেতে বসে থাকতে হবে ত্রাণ সামগ্রীর।

কিন্তু একটা বিষয় বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে দুয়ারে দুর্গা এলেও মন ভালো নেই বাংলার। শারোৎসবের যে অনাবিল আনন্দ তার যেন কোথায় একটা তাল কেটে গেছে। গত বৃহস্পতিবার নোদাখালী থানা এলাকার একটা মুদিখানা দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি জানালেন, নামেই দুর্গা পুজো খদ্দেরের দেখা নেই। আসলে মানুষের হাতে নগদ টাকা নেই। পুজোর মুখে এক মিষ্টি ব্যবসায়ী দীপক পোয়ালী, তার দীর্ঘ দিনের দোকান বন্ধ করে দিলেন। কারণ খাবার লোক নেই। তিনি এখন দিন মজুরের কাজ করছেন। বিলাতী মদের দোকানেও ভিড় কম। অধিকাংশ খদ্দেরই বাংলা মদ কিনছেন। জামা–কাপড়ের দোকানেরও একই হাল। তাছাড়া অকালবর্ষণে কৃষি জমি সবজি ক্ষেত এখন জলের তলায়। অগ্নিমূল্য বাজারে প্রতিদিন মানুষ নাজেহাল কোনও সবজি ৬০ টাকা কেজির নিচে নয়।

এরপর তিনের পাতায়

বেহাল মৌসুনি দ্বীপ,হতাশ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা কয়েক মাস ধরে বৃষ্টি চলছে সারা সুন্দরবন জুড়ে। আর এই বৃষ্টিই সব শেষ করে দিল, পুজোর মুখে আক্ষেপ মৌসুনি দ্বীপের কটেজ মালিকদের। ঘূর্ণিঝড় ইয়াস এবং পূর্ণিমার কোটালের জোড়া ধাক্কা সামলে সবে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিলেন। শারদ উৎসবের মরসুমে নতুন করে ঢেলে সাজানোও হচ্ছিল হোমস্টে–র কটেজ গুলি। তবে দিন কয়েকের প্রবল বর্ষণে ফের সব কিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে। ফলে এই দুর্গাপুজোর মুখেই নতুন করে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে গেল মৌসুনি দ্বীপের পর্যটন শিল্প এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত মানুষজন। সেখানকার কটেজ মালিকরা বলেন, পুজোর মুখে বৃষ্টিই সব শেষ করে দিল। ইয়াসের সময় সমুদ্রে ব্যাপক জলস্ফীতির জেরে প্লাবিত হয়েছিল গোটা মৌসুনি দ্বীপটাই। মুড়ি মুড়কির মত ভেঙে পড়ে ছিল সেখানকার শতাধিক হোমস্টে–র কটেজ গুলি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই নতুন করে তা মেরামতিও শুরু হয়। কিন্তু নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টিতে বালিয়াড়া এবং সল্টঘেরি এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে। তছনছ হয়ে যায় হোমস্টে–র কটেজগুলিও। আর তার ফলে ফের লোকসানে মাথায় হাত হোমস্টে–র মালিক তথা পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বাসিন্দাদের। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলেন, ইয়াসের দাপটে হোমস্টে–র কটেজ গুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুজোর সময় পর্যটকের আশায় অনেক খরচ করে সেগুলি সাজিয়েছিলাম। কিন্তু এই টানা বৃষ্টি সব শেষ করে দিয়ে গেল। কী ভাবে ঘুরে দাঁড়াবো বুঝতে পারছি না। উল্লেখ্য, দীর্ঘ করোনা কাল কাটিয়ে গত ১ অক্টোবর থেকে সুন্দরবনের পর্যটন স্থান গুলি রাজ্য সরকারের তরফে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আর তাই কলকাতার খুব কাছে পিঠে ঘোরাফেরার জন্য এখন অনেকেরই গন্তব্যের তালিকায় মৌসুনি। বছর পাঁচেক আগে এই দ্বীপের বালিয়াড়া এবং সল্টঘেরি এলাকায় সমুদ্রপাড়ে বেশ কয়েকটি কটেজ গড়ে উঠেছিল। দিঘা বা বকখালির মতো পরিচিত পর্যটন কেন্দ্রের তুলনায় অনেকটাই নির্জন এই মৌসুনি। সেই নির্জনতার টানেই সুন্দরবন এলাকার নামখানা ব্লকের মৌসুনিতে আসেন অনেকে। এখানে পা রেখে সাধারণত হোমস্টে–কেই বেছে নেন তাঁরা। গত কয়েক বছরে ইকো–টুরিজম বা হোমস্টে–র টানে বহু পর্যটকই ভিড় করেছেন এই দ্বীপে। এখানকার পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের বিপত্তিও কম নয়। সুন্দরবনের অন্য দ্বীপের মতোই প্রতিনিয়ত ভাঙনের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয় মৌসুনিকে। এখানে প্রায় ১০০ টির মতন হোমস্টের ঘর আছে। নামখানার বিডিও শান্তনু সিংহ ঠাকুর বলেন, দুর্যোগের জেরে মৌসুনির অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে মৌসুনি দ্বীপের পর্যটন নিয়ে উদ্যোগী প্রশাসন। কী ভাবে কী করা যায় দেখা হচ্ছে।

দুর্গোৎসবে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান মিলে মিশে একাকার

দেবীর আনাগোনার প্রভাব কী পড়বে?

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বাংলার বছর শুরু হয় হাতে পঞ্জিকা নিয়ে। সবার প্রথমেই পঞ্জিকায় কবে দুর্গা পুজো এবং তার আনুষঙ্গিক জিনিসে চোখ বুলিয়ে নেয় সকলে। বছরের প্রথমেই ধরা পড়ে যায় মা দুর্গার আগমন ও গমণ হেতু তার ফল। বিভিন্ন ভাবে মা জিনিসে চড়ে মা আসেন এবং ফিরে যান। এই প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি করে ফল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জ্যোতিষ বিজ্ঞানীদের মতে গ্রহ নক্ষত্র এবং অঙ্ক কষে এগুলি করা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্ভব আবার অনেক সময় মেলেও না। জ্যোতিষীদের মতে প্রাচীন শাস্ত্রীয় সনাতনী গণনার মাধ্যমে এগুলি নির্ধারণ করা হয়। বিশিষ্ঠ পণ্ডিত ড. জয়ন্ত কুশারী বলেন, বারের ওপর নির্ভর করে মা দুর্গার যানবাহন নির্ধারণ করা হয় এবং সেই ভাবেই ফল নির্ধারিত হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেই ফল প্রাচীন কাল থেকেই মিলে যায় প্রকৃতির সাথে।

অনেকেই বলবেন এগুলি অলৌকিক কিন্তু সনাতনী বিজ্ঞান যে কতটা এগিয়ে রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি জ্যোতিষ বিজ্ঞান থেকে। জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহ নক্ষত্র যেভাবে বিশ্লেষণ করে তার আগে থেকেই জ্যোতিষ বিজ্ঞানে গ্রহ নক্ষত্রের বিশ্লেষণ রয়েছে। দিক্ সিদ্ধান্ত ও সূর্য সিদ্ধান্ত মতে এবার দেবীর আগমন ঘোটকে বা ঘোড়ায়। যার ফল বোঝায় ছত্রভঙ্গ। আর দেবীর গমন দোলায়। যার ফল বোঝায় মড়ক। মা দুর্গা ধরাতলের আগমণের প্রাক্কালেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার ভ্রুকুটি। এখন জলবন্দী বহু মানুষ। ভারীবর্ষণ আর নদীর গ্রাসে বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। সারা রাজ্য তো বটেই অন্যান্য রাজ্যেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছত্রভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর ওপর আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর আগামী পঞ্চমীর দিন আবারও বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যার ফলে পুজোর কদিন নদী উপকূলবর্তী জেলাসহ কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে, গত বৃহস্পতিবারের খবর অনুযায়ী রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭১ জন। মারা গেছেন ১৩ জন। অর্থাৎ করোনার কবল থেকে এখনও বাংলা বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই কলকাতা হাইকোর্ট এবারও পুজোর দিনগুলি গত বারের মতো কোভিড স্বাস্থ্যবিধি বলবৎ রেখেছে। কিন্তু এখন চোখে পড়ছে করোনা সচেতনতা অনেকটাই শিথিল হয়ে গেছে। মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার বা শারীরিক দূরত্বের নিয়মকানুন লাটে উঠেছে। তাহলে পুজোর পর কি করোনা অতিমারী মহামারী বা মড়কের রূপ নেবে? তাহলে কি দেবীর দোলায় গমণের ফল মড়ক সত্যি হয়ে করোনার তৃতীয় ঢেউ হিসাবে আছড়ে পড়বে?

এরপর তিনের পাতায়

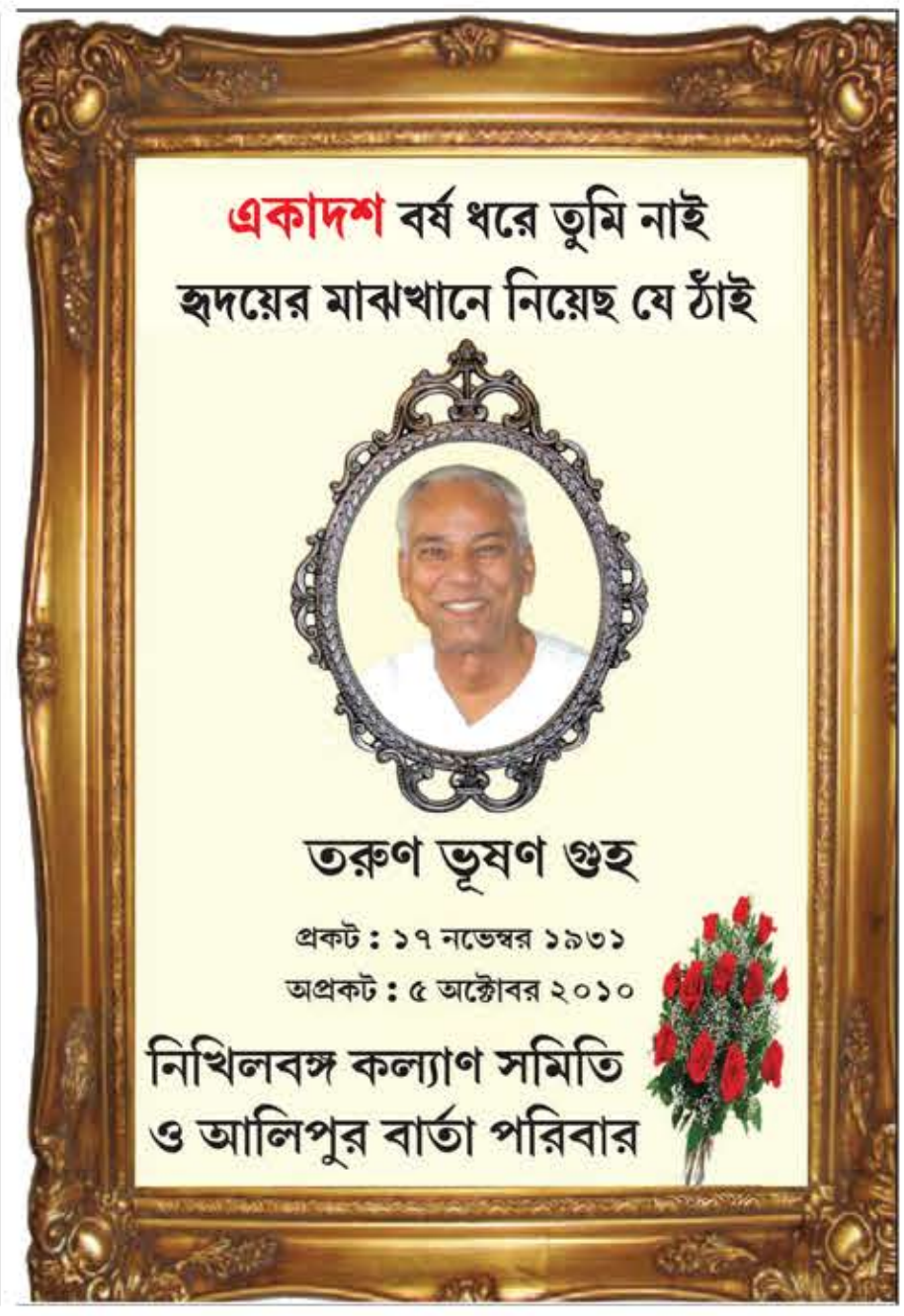

Alipur Barta: 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 50, 9 OCTOBER - 15 OCTOBER 2021

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ৯ অক্টোবর – ১৫ অক্টোবর, ২০২১

দুর্গতিনাশিনী

দেবী পক্ষ শুরু হয়ে গেছে। পিতৃপক্ষের নানা স্মৃতি বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় উজ্জ্বল। সৌজন্য অসৌজন্যের রাজনীতিকে অতীত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে দেবীর বোধন শুরু হোক। অবিভক্ত বাংলায় যে দুর্গা পুজোর সার্বিক প্রাণ চঞ্চলতা দেখা যেত তা রাজনীতির কুচক্রের বলি হয়েছে। দেশ ভাগের নির্মম আঘাতে একদা পূর্ববঙ্গ বর্তমানে বাংলাদেশে দুর্গা পুজো নিয়ে চলছে যেন এক অস্তিত্বের লড়াই। এ বাংলাতেও দুর্গা পুজোকে বিকৃতির আবরণে ঢেকে ফেলার অপচেষ্টা চলছে। শিল্পীর স্বাধীনতা এই অজুহাতে মা দুর্গার প্রতিমাকে বারংবার বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। থিম পুজোর অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে দুর্গা পুজোর সার্বজনীন দর্শন। শক্তি পুজো নিছক এক ধর্মীয় আচরণ নয় এর নেপথ্যে থাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও দেশের কল্যাণ ভাবনা। দেশে বিদেশে মহা দুর্গা পুজোর সংস্কৃতি ছড়িয়ে ছিল। দুর্গা মার আরাধনা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে নানা রূপে থাকলেও মূল লক্ষ্য ছিল মানব কল্যাণের নিমিত্ত মাতৃ আরাধনা। পরাধীন দেশে মুক্তিকামী বিপ্লবীকূল, স্বদেশী কবি সাহিত্যিকরা সক্রিয় ছিলেন মাতৃ পুজোর মাধ্যমে দেশাত্মবোধের অগ্নিশিখাকে দেশময় ছড়িয়ে দিতে। কাজী নজরুল ইসলাম আনন্দময়ীর আগমণে কবিতা লেখার 'অপরাধে' ব্রিটিশ জেলে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড পান। মা দুর্গার আরাধনায় দেশের কোনও সন্তানই ব্রাত্য নয়। রাজনীতির মানুষজন যখন সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে পুজা আচ্চার বিরোধিতা করেন তখন দুর্গা পুজোর সামাজিক তাৎপর্য তাদের দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকট করে।

মা দুর্গার দশ হাতের নানা রণ সজ্জা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নবপত্রিকা গভীরভাবে বিজ্ঞান অনুসারী। সমাজবিদদের একাংশের নতুন করে এই তাৎপর্য জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। ব্যবসা, অর্থনীতি, জ্ঞানচর্চা, কৃষি প্রভৃতির প্রতীক ফুটে ওঠে মাতৃপ্রতিমায়। যুগে যুগে বহু সাধক তাদের মনের মাধুরীতে মা দুর্গাকে ঘরের মেয়ে উমা আগমণের ঘরোয়া রূপ দিয়েছেন। যে সমাজে নারীরা সম্মানের সঙ্গে থাকেন সে সমাজের প্রতি দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন। এমন কথাই লেখা আছে মনু সংহিতাতে। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্রীয় স্তরে ভারতীয় মূল্যবোধের শিক্ষায় দেশীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে বারংবার। নজরুল ইসলামের ভাবনায় প্রতিমাতে যে মায়ের দর্শন উপলব্ধ হয়েছে তা কোনও কোনও রাজনীতিক ও মৌলবাদী ধর্মীয় নেতাদের বোধগম্য হয়নি। তাই দুর্গা পুজো ক্রমশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বৈভব প্রদর্শনের ক্লাব সংস্কৃতি। সারা দেশ জুড়েই নারী নির্যাতনের ঘটনা বারংবার ঘটছে অথচ রাষ্ট্রীয় স্তরে নানা ধারা উপধারা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে এদেশের নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি দেওয়ার প্রবণতা অনেক কম। ঋক্ বেদে নারী ও পুরুষের ধর্মাচরণের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, আমাদের দেশের সংবিধানেও সমতার অধিকার বলা হয়েছে কিন্তু কার্যত আজও লোকসভায় মহিলা বিল পাস হয়নি।

দুর্গা পুজো উপলক্ষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই আর্থিকভাবে ও সামাজিকভাবে কমবেশি উপকৃত হন। নবান্নের এই বাংলায় চাষবাসের উন্নতি এই দেবীপক্ষকে ঘিরেই। দীপাবলির আলোতে বোধনের সুর মিশে থাকে। সাম্প্রতিক মহামারির দাপট অর্থনীতির হাল তলানিতে নিয়ে এসেছে। মা দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকবে রোগমুক্তির ও সামাজিক ব্যধির অবসান ঘটানোর। আলিপুর বার্তার পরিবারের তরফ থেকে সকল পাঠকের কাছে আমরা সেই শুভেচ্ছা বার্তাই পাঠাই সকলের কল্যাণ হোক।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শাশ্বত বা মৃত্যুহীন সৃষ্টি গঠন করে। (ভঃ গীঃ ৮/২০)।
পরাস্তস্মাদ্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।।২০।।

সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি সহ উর্ধ্ব, অধঃ ও মধ্যবর্তী– সমগ্র জড় গ্রহমণ্ডও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যপ্ত। এই সমস্ত গ্রহমণ্ডল ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। কিন্তু ব্রহ্মার একটি দিন গত হলেই অধঃলোকে কিছু কিছু গ্রহমণ্ডল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মার পরবর্তী দিনে এই সমস্ত গ্রহের আবার সৃষ্টি হয়। উর্ধ্বলোকের অনেক গ্রহমণ্ডলের চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ এক দিন ও রাতের সমান। উর্ধ্বলোকের কাল গণনা হিসাবে আমাদের পৃথিবীর চার যুগের– সত্য, ত্রিতা, দ্বাপর ও কলির সময়কাল মাত্র বারো হাজার বছর। এই দীর্ঘ সময়কালকে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে ব্রহ্মার একটি দিনের সমান হবে এবং তাঁর একটি রাতের সময়কাল তাঁর একটি দিনের সমান। এই রকম দিন ও রাত্রিকাল গণনার দ্বারা ব্রহ্মার মাস ও বছর গণনা করা হয় এবং এই সময়ের হিসাবেই ব্রহ্মার জীবনকাল একশ বছর। ব্রহ্মার জীবন অবসানে প্রকটিত এই সমগ্র বিশ্বের বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ফেসবুক বার্তা

ছবিটা দেখে কিছু মনে পড়েছে

কিছুটা দূর থেকে মাস্টারমশাই আসছে দেখে চলন্ত সাইকেল দুম করে ব্রেক কষে সাইকেল থেকে ছাত্ররা নেমে পড়তো, অপরদিক থেকে মাস্টারমশাই এর স্নেহ মাখা গম্ভীর স্বর ভেসে আসতো- "আরে থাক থাক.." ইতস্তত গলায় ছাত্ররা জিজ্ঞেস করতো- "স্যার ভালো আছেন?" কিংবা "স্যার কোথায় চললেন?"... দেখতে সাধারণ হলেও, এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ছাত্র ছাত্রীরা মানুষ হয়ে উঠতো..

বুল বাজারে লগ্নি নিয়ে ঝুলোঝুলি

পার্থসারথি গুহ : শেষপর্যন্ত একটু দোলাচলে থাকার পর নতুন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলল নিফটি মহারাজ। একইভাবে সেনসেক্সও বাড়ল অনেকটাই। কিছুদিনের জন্য যে কনসোলিডেশনের তকমা চাপানো ছিল সূচকের ওপর এক নিমেষে তা কেটে গেল বুলদের শক্ত হাতে পড়ে। যেভাবে দেশ–বিদেশ থেকে ভালো খবর আসছে তাতে এই র‍্যালি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আগামী দীপাবলী তথা মুহুরত পর্যন্ত ইতিবাচক বাজার থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও।

কিছুদিনের জন্য অবশ্য একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে গেছিল সূচকের পথচলা। কয়েক মাস রমরমার পর থেকে প্রায় মাস দেড়েক–দুয়েক সূচক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এই সময়ে বাজার একদিকে নিচে যেমন যায়নি, তেমনই ওপরের দিকেও নির্দিষ্ট রেজিস্ট্যান্সে গিয়ে বারবার ধাক্কা খেয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দুধরনের অবকাশই থেকে যাচ্ছিল। যুদ্ধংদেহী একটা চাপা আতঙ্ক থাকায় যেমন ১৬,৭০০–র কড়া সাপোর্ট ভাঙার আশু সম্ভাবনা ছিল তেমনই পরিস্থিতি শুধরালে সেই সূচকের মোর ঘুরে ১৮ হাজার তথা আগের উচ্চতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার ভরপুর সুযোগও তৈরি হয়েছিল। এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে তাই সাধারণ ট্রেডাররা কিছুটা অস্থিরতায় ভুগেছেন নিঃসন্দেহে। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরাও যে খুব দিশা দেখাতে পারছেন তা নয়। বরং তাঁদের মধ্যেও একটা দোদুল্যমানতা কাজ করছে। যা মোটেই আশা জাগাতে পারেনি গড়পরতা লগ্নিকারীদের মধ্যে। এর মধ্যে আশার কথা, ভারতীয় ট্রেডার তথা ডোমেস্টিক ফান্ডগুলোর ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা। বিশেষ করে গত কয়েকমাস ভারতের বাজারে ক্রমাগত বিক্রি করতে থাকা বিদেশি তথা এফআইআইদের পালটা হিসেবে যে প্রতিরোধ এই দেশি সাহেবরা গড়ে তুলছেন তা অভূতপূর্ব। আগে বিদেশিদের এইরকম বড় বিক্রির চাপ থাকলে বাজার নামত অনেকটাই। সেই জায়গাটা এবার শক্ত হাতে আটকে দিচ্ছে ডোমেস্টিকদের বিশাল অঙ্কের কেনা। এই জায়গাতেই চমকে যাচ্ছেন অনেকে। এখনও যদিও সেই মূল্যায়ন শুরু হয়নি, অন্তত খাতায় কলমে বিশেষজ্ঞরা তা করে দেখাননি। এই বাজারে আন্দাজে বলে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঢুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। কারণ বাজার বারবার প্রমাণ করেছে সে ডোন্ট কেয়ার। নিজের মুড অনুযায়ী চলাই তার অভ্যেস। তাই অনেক তথাকথিত পণ্ডিত এখানে মুখ থুবড়ে পড়েন বা ভুলভাল ভবিষ্যতবাণী করেন। সেদিক থেকে প্রকৃত গুরুরাও যে একদম নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা যখন তখন হুটহাট মন্তব্য করেন না। তাঁরা সময় নেন, অবস্থার গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালান। তারপর একটা মোক্ষম ভবিষ্যতবাণী করেন। বলাবাহুল্য, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেটে যায়।

বাজার যখন এই ধরনের বুল–রাজের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে তখন অবশ্যই এরকম একজন প্রকৃত এক্সপার্ট–এর সাহায্য নেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে 'সিলেকশন' টা অবশ্যই কোনও চাপিয়ে দেওয়া থিওরি মেনে চলবে না। মানে কোনও চালু বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এক বিশেষজ্ঞ খুব কপচে যাচ্ছেন, আর আপনি তার কল নিয়ে বসলেন এসব হারাকিরির শামিল হতে পারে। বরং সঠিক বিশেষজ্ঞের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনে একটু তত্ত্বতলাশ চালান। সেক্ষেত্রে হয়তো বাজারের সেই রত্নসম বিশেষজ্ঞ বা দূরদৃষ্টিসম্পন্নদের খুঁজে পাবেন। যাঁদের হাত ধরে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন নিশ্চিত মঞ্জিলে।

ছোটমোল্লাখালি দ্বীপে পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পূজিত হন মৃন্ময়ী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : নদীনালা বেষ্টিত জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট একটি দ্বীপ সুন্দরবনের ছোটমোল্লাখালি। সাতজেলিয়া, দত্তা, গাঁড়াল ও বিদ্যাধরী নদী দিয়ে ঘেরা ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক যুগ আগে। ছোটমোল্লাখালি দ্বীপ এলাকার একমাত্র হেতালবেড়িয়া গ্রাম। সেই গ্রামের জমিদার অহিদারি ঘোষ। তাঁর জমিতে বসবাস শুরু করে পরমান্য পরিবার।পরে জমিদারের কাছ থেকে জমি নিয়ে মকবুল গাজীর সাথে বিনিময় করেন। সেই গ্রামেই সর্বপ্রথম ১৯৪৭ সালে পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু করেন বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাদোঘাটা থানার অন্তর্গত বাদোঘাটা গ্রামের পরমান্য পরিবারের সাত পুত্র রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, কালীপদ, নটোবর, দ্বিজ, অতিকায় ও বিপিন বিহারী পরমান্য'রা। যদিও পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু হয়েছিল ১৯০৯ সালে বাংলাদেশেই। ভারতে আসার পর থেকেই সেই রীতি আজও অব্যাহত পরমান্য পরিবারে।

১৯০৯ সালে পরমান্য পরিবারের সদস্যরা মহাসংকটে পড়ে যায়। চলে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। অবশেষে সংকট থেকে মুক্তির জন্য পরিবারিক গুরুদেবের দ্বারস্থ হয় পরমান্য পরিবার। বিপদ মুক্ত হতে গেলে পরিবারের মধ্যে মাতৃ আরাধনার আয়োজন করতে হবে। পরমান্য পরিবার সংকটময় বিপদ থেকে উদ্ধার হয় এবং গুরুদেব বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নির্দেশ পালন করে উমেশ চন্দ্র পরমান্য সর্বপ্রথম পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু করেন কুলপুরোহিত সুরেন ভট্টাচার্য ও বিষ্টুপদ ঘোষাল এর তত্বাবধানে।

তৎকালীন সময়ে মাতৃরুপে চিন্ময়ী মা কে রূপদান করেছিলেন মৃৎশিল্পী সুরেন ঘরামী। কালের প্রবাহে অতীতের সেই নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পরমান্য পরিবারে আজও পূজিত হয় দেবী দশভূজা।

এই পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরী হয় ডাকের সাজ বিহীন সম্পূর্ণ মাটি দিয়েই রাজ রাজেশ্বরী মূর্তি। যা এক বিশেষ বৈশিষ্ট। আর্থিক অনটনের জন্য আচমকাই পারিবারিক এই পুজো বন্ধ হয়ে যায় ১৯৮১ সালে। পরে সংকটমোচন হলে প্রিয়াংশু, পবিত্র, প্রদীপ্ত, পুলকেশ পরমান্যদের উদ্যোগে আবারও পারিবারিক দুর্গোৎসব শুরু হয় ২০১৬ সালে। বিগত দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আম্ফান, ফণী, বুলবুল, ইয়াস ঘূর্ণিঝড় সহ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তছনছ করে দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। দুঃখ কষ্টের মাঝেও সুন্দরবনের দ্বীপান্তরের সাধারণ মানুষ ভোলেনি দেবী দশভূজার আগমনের কথা। শরতের শিশির বিন্দু গায়ে মাখিয়ে শিউলির পূর্বাভাস পেয়েই দোদুল্যমান কাশ ফুলের আবেগ নিয়ে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা, বেদনা ভুলে দুর্গা মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের পরমান্য পরিবার। শহর থেকে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি। কিছুটা এগিয়ে গেলেই সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আস্তানা। সুন্দরবনের অসহায় দরিদ্র পরিবারের মানুষরা এই পরামান্য পরিবারের পুজোকে নিজেদের পুজো মনে করেই পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটিয়ে দেয়। পরামান্য পরিবারের অন্যতম সদস্য পুলকেশ পরামান্য জানান তাঁর ঠাকুরদা এই পুজোর সূচনা করেছিলেন বিগত প্রায় ১১২ বছর আগে বাংলাদেশে। তবে এই পুজোকে ঘিরে গ্রামের মানুষের মনে খুশি হাওয়া লেগেছে। শহরের লাখ টাকা বাজেটের পুজোর কাছে এই পুজো অতি সাধারণ। না আছে প্যান্ডেলের বাহার, না রয়েছে কোনও থিমের ছোঁয়া। দুচালা তাবুর প্যান্ডেলে এবার মাকে দেখতে ভীড় জমাবে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের অসহায় সম্বলহীন পরিবারের কচিকাঁচা থেকে বুড়ো বুড়িদের দল।' আবার দশমীর নির্দিষ্টক্ষণেই দেবী দুর্গা কে সুন্দরবনের নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর একটি বছরের জন্য প্রতীক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকেন পরমান্য পরিবার সহ ছোট মোল্লাখালির হেতালবেড়িয়া গ্রামের প্রায় পাঁচশো পরিবার দুহাজারেরও বেশী মানুষজন।

হাঁট ব্যবসায়ী সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন

মলয় সুর : শনিবার ১৫২তম গান্ধি জন্ম জয়ন্তীতে হুগলি জেলার ৪৭তম ইঁটভাটা ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন চন্দননগর ঐতিহ্যবাহী নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির হলে অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত পাঠাগারটির মঞ্চ সংগঠনের সভাপতি শৈবাল মিত্রর অকাল প্রয়াণে তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। রাজ্য সংগঠনের ভাইস–প্রেসিডেন্ট সুবীর শেঠ বলেন, এ রাজ্যে গঙ্গা–সহ বিভিন্ন নদীর পাড়ের ইঁট ভাটায় পলিতেই ইঁট তৈরি হয়। বাকি জায়গায় ইঁট ভাটার কাঁচামালের উৎস কৃষি জমির মাটি। সরকার ফ্লাই অ্যাশ থেকে ইঁট তৈরির প্রস্তাব দিলেও তাঁর যোগান নেই। ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের (বিটিপিএস) ফ্লাই অ্যাশের ইঁট ব্যবহার করলে স্যাঁতসেঁতে হয় না। ইঁটভাটাগুলি খরচ করে মাটি কেনে। আগে ফ্লাই অ্যাশ পাওয়া যেত। বর্তমানে ফ্লাই অ্যাশ কেনার প্রচুর সমস্যা রয়েছে। অথচ পড়শি রাজ্য ওড়িশায় ফ্লাই অ্যাশে ইঁট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সাত হাজার ইঁট ভাটা এবং জেলাতে ৪২৮টি ইঁটভাটা রয়েছে। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ গোপাল শেঠ বলেন, প্রায় ১ হাজার ইঁটভাটায় নদীর পলিমাটিতে ইঁট তৈরি হয়। এছাড়া পরিবেশবিদরা মনে করেন ইঁট তৈরিতে ফ্লাই অ্যাশের ব্যবহার বাড়ানো উচিত। তাতে কৃষিজমি রক্ষা হবে। সংগঠনের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তাপস দাশগুপ্ত জানান, এই ইঁট ব্যবসায় নবীর প্রজন্মের আগ্রহ খুবই কম। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখ ফিরিয়েছে এই পেশা থেকে। আবার ব্যতিক্রম রয়েছে কিছু ক্ষেত্রে। কিছু পরিবারের ছেলেরা পুরোপুরি এই বিজনেসের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এমন ঘটনা বিরলই বলতে হবে।

এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবর্ত্তক সেবানিকেতন হোমের অনাথ ছেলেমেয়েরা। গাইলেন 'আজ যত যুদ্ধবাজ, বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা। মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সারা দেশের সংগঠনের সভাপতি অশোক তেওয়ারি, যোগেশ আগরওয়াল, ৭৬ বছরের বর্ষীয়ান সদস্য সূর্য নারায়ণ নন্দী, সম্পাদক জয়ন্ত দাশ, পরশুড়ার রমেন পাল, কাশী আগরওয়াল প্রমুখরা। ১৯৭৩ সালে প্রয়াত বংশী আগরওয়াল ও অজিত গাঙ্গুলি এবং কয়েকজন সদস্য এই সংগঠনটি গঠন করেন।

কাটোয়ার বনগ্রামের 'পুঁই–চিংড়ি মা'

সুব্রত দেবনার্থ: প্রাচীন সনাতন ধর্মে রয়েছে ভিন্ন জাতি ভিন্ন সম্প্রদায়ে আর ভিন্ন সংস্কৃতি। বাঙালির বড়ো উৎসব তথা প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা উৎসব বা শারদ উৎসব। এই শারদ উৎসব বা দুর্গাপুজো বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার বনগ্রামের চ্যাটার্জি পরিবারের 'পুঁই–চিংড়ি মা'। নামটা শুনে বুঝি অবাক হলেন? হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, এই নামের পিছনেও রয়েছে একটি কারণ। আর এই কারণ খুঁজতে সাক্ষাৎ হয় চ্যাটার্জি পরিবারের ১৪ তম বংশধর সিদ্ধার্থ বাবুর সাথে তিনি জানান, দুকোড়ি চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি এই গ্রামে আসেন সেখানে তখন কুমোররা বাস করতেন তাদের কাছে তিনি ভিক্ষা ছেলে হিসেবে থাকতেন তারপর কুমোর বংশ লোপ পাওয়ার পর দুকোড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর হিসাবে বংশ পরম্পরায় ১৪ পুরুষ ধরে এই পুজো চালে আসছে। এই

পুজোর বয়স প্রায় ৩০০ বছর। কথিত আছে একবার চরম অভাবে পড়ে এই চ্যাটার্জি পরিবার সেই বছর দেবীকে ভোগে পুঁই–চিংড়ি নিবেদন করা হয় তারপর থেকে নাম হয়ে যায় পুঁই–চিংড়ি মা। তারপর অভাবের সংকট দূর হয়ে গেলেও অষ্টমীর ভোগে মাছের সঙ্গে পুঁই–চিংড়ি নিবেদন করা হয়। তিনি বলেন, একবার বন্যার প্রকোপে কোন মতে দেবীকে থোর ভোগ দিয়ে নিয়ম রক্ষা করা হয় তবে সেই থোর ভোগ আজও চলে আসছে। এই পুজাকে ঘিরে রয়েছে অনেক ইতিহাস। স্থানীয় মানুষের অনুদানে প্রতিনিয়ত সংস্কারের সাথে যুক্ত হচ্ছে মন্দিরের নানান সামগ্রী। গ্রামের মানুষেরা অন্যান্য মন্দিরে পুজো দিলেও এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতে ভোলেন না। যারা কর্মসূত্রে গ্রামের বাইরে থাকেন তারাও প্রতিবছর মায়ের টানে ছুটে আসেন গ্রামে। গ্রাম সংলগ্ন ও দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে ভক্তরা পুজো দিতে ভিড় করেন এই মন্দিরে। এই পুজোর প্রধান দায়িত্বে থাকেন চ্যাটার্জী পরিবার, প্রতি ২৪ বছর অন্তর অন্তর চ্যাটার্জি বংশের ভিন্ন ভিন্ন কর্তাদের উপর পুজোর পালা বা দায়িত্ব পড়ে। তারা সকলেই খুবই উৎসাহ আর ভক্তির সাথে এই পুঁই চিংড়ি মায়ের পুজো করে আসছেন।

১১৩ বছরে নস্করপুরের পুজো

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী: হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার অন্তগত নস্করপুর নওয়াপাড়া বারয়ারি'র পুজো ঘিরে সাজসাজ রব। যদিও করোনা মহামারির জন্য মানুষ তার কাজ

মহামারির জন্য রয়েছে সরকারি বিধি নিষেধ। সরকারি বিধি নিষেধ মেনেই পুজো কমিটির পক্ষ থেকে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানানো হয়। ঐতিহ্যবাহী এই পুজো এবছর ১১৩ বছরে পা দিলো। শিউলির গন্ধ কাশের বনে দোলায় দোলায় মায়ের আগমন। সকলের যেমন খুশির অন্ত নেই। তেমনি করোনা যে এই খুশির পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা বলাই বাহুল্য। করোনা হারিয়ে এমনিতেই দিশেহারা, তাই ইচ্ছা থাকলেও আগের মত যে মনের মধ্যে আনন্দের সাথে মেতে উঠতে পারবে তা বলা বড় কঠিন। তবুও বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গা পুজো। বাঙালি আছে বাঙালিয়ানাতেই। এই পুজো ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মত।

সাংবাদিক অনল মণ্ডল স্মরণে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : এককালে জেলার দাপুটে সাংবাদিক অনল কুমার মণ্ডল প্রয়াত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। তাঁরই উদ্যোগে ডায়মণ্ড হারবারে গড়ে ওঠে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। সংস্কৃতি পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষপূর্তির অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সাংবাদিক অনল কুমার মণ্ডল স্মরণে ২ অক্টোবর ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। ডায়মণ্ড হারবার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে নেহরু যুব কেন্দ্র, মুক্তকণ্ঠ এবং বিদ্যাভারতী–র সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পান্নালাল হালদার। এছাড়া ছিলেন শিক্ষাবিদ কামদেব শাসমল, সুবোধ কুমার হালদার, মীরা মণ্ডল, ডাঃ বলীন্দ্র বৈদ্য, প্রীতিরঞ্জন সরকার, সিদ্ধানন্দ পুরকাইত সুজিত ভাণ্ডারী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। এদিন প্রথাগত ভাবে মহাত্মা গান্ধী ও প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

করা হয়। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বাগত জানান এবং আয়োজিত করমসূচীর তাৎপর্য আলোচনা করেন। মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা সংস্কৃতি পরিষদের এই সামাজিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ডায়মণ্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। স্বেচ্ছায় যারা রক্ত দিতে এসেছেন সকলকে তিনি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

বিধায়ক পান্নালাল হালদার তাঁর ভাষণে বলেন যে, ছাত্র জীবন থেকেই তিনি প্রয়াত সাংবাদিক অনল কুমার মণ্ডলের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁর কাছে সমাজসেবা ও সংস্কৃতি চর্চার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। সংস্কৃতি পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনে বিধায়ক হিসাবে আসতে পারা তাঁর কাছে গৌরবের বিষয়। পরিচালক সমিতির উন্নয়ন মূলক প্রস্তাব পেলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন। এদিন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি ও মহিলাদের অংশগ্রহণ এই শিবিরের বিশেষ মাত্রা যোগ করে। সব মিলিয়ে ৩২ জন এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

বাঘে আক্রান্ত পরিবার সরকারি সাহায্য না পাওয়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনে বিকল্প কর্মসংস্থানের কিছু না পেয়ে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বার বার বাঘের হামলার মুখে পড়ছেন এখান কার মৎস্যজীবীরা। অধিকাংশই সময়েই তাঁরা প্রাণ হারাচ্ছেন। কেউ কেউ ভাল রকম জখম হয়ে ও কপাল জোরে বেঁচে ফিরে আসছেন। আবার অনেকের খোঁজও মিলছে না। আর এই সব অসহায় বাঘে আক্রান্ত পরিবারগুলির পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ক্রমাগত আন্দোলন করে চলেছেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি অরফে এপিডিআর। এপিডিআরের জেলার সহ সম্পাদক তথা জয়নগর শাখা সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের বাঘে আক্রান্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াচ্ছে না প্রশাসন। বাঘের হানায় মৃত্যু বা জখম হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও সরকারি ক্ষতিপূরণ মিলছে না। তাই এর প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হতে হলো বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যেদের। এ বছরে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। সরকারি দফতরে ঘুরে ঘুরে এরা কোনো সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন না। তাই আমাদের দাবি, সুন্দরবনে জীবন-জীবিকার তাগিদে মৎস্যজীবী ও মৌলেরারা

বাঘের হাতে আক্রান্ত হন। তাই তাদের সরকারি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। মাসে ন্যূনতম ১০ হাজার টাকার পারিবারিক পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আক্রান্তের পরিবারের সব শিশুদের শিক্ষার সমস্ত দায়ভার সরকারকে নিতে হবে।পরিবারের এক জনকে সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই দাবি নিয়ে এ দিন কুলতলির চিতুরির বন দফতরের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান আক্রান্ত পরিবারের প্রায় একশো মহিলা। এ দিন বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভুবনেশ্বরীর বাসিন্দা জ্যোৎস্না শী। গত ৩ এপ্রিল স্বামী শঙ্করের সঙ্গে জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন জ্যোৎস্না। শঙ্করের উপরে আক্রমণ করে একটি বাঘ। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুর মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনেন জ্যোৎস্না। দীর্ঘদিন চিকিৎসা চলে শঙ্করের। বহু টাকা খরচ হয়। কিন্তু সরকারি তরফে এখনো কিছু তাঁরা পাই নি। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর কুলতলির কাঁটামারির অভয় মন্ডল জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের কামড়ে মারা যান। স্ত্রী চন্দনা মন্ডল চার শিশু কন্যাকে নিয়ে কিছু মানুষের দয়ায় এক বেলা আধ পেটা খেয়ে জীবন যাপন করছে। সরকারি সাহায্য তারাও পান নি। এ দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রঞ্জিত শূর। তাঁর কথায়, গত পাঁচ বছরে বাঘে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নথিভুক্ত সংখ্যাটাই প্রায় ১২৫। জখম ও অনেকে। সরকারি নিয়মেই এঁদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশই তা পান না। দেহ না মেলায় অনেক বাঘে আক্রান্তের স্ত্রী বিধবা ভাতাটুকুও পান না। দিনের পর দিন এটা চলে আসছে। এটা কেন হবে। এ ব্যাপারে জেলা মুখ্য বন আধিকারিক মিলন মণ্ডল বলেন, এখনও পর্যন্ত বৈধ ভাবে জঙ্গলে গিয়ে বাঘের মুখে পড়া প্রত্যেকেরই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ওদের ডেপুটেশনের কাগজ পত্র খতিয়ে দেখা হবে।

সারারাত লাইনে দাঁড়িয়ে ভ্যাকসিন না পেয়ে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঝরাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও ভ্যাকসিন না পেয়ে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় মানুষজন। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার বহড়ু গার্লস স্কুলের সামনে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সূত্র মারফত খবর পেয়ে কয়েক শ' মানুষ ভ্যাকসিন পাওয়ার আশায় রবিবার রাত থেকে বহড়ু গার্লস হাইস্কুলের সামনে লাইনে দাঁড়ান। সোমবার সকালে তারা জানতে পারেন এদিন কোন ভ্যাকসিন দেওয়ার কর্মসূচি নেই। আর তার ফলেই ক্ষেপে গিয়ে তাঁরা এদিন সকাল ৭ টা থেকেই বহড়ু গার্লস হাই স্কুলের সামনে কুলপি রোড অবরোধ করে বসে। কয়েকশো মহিলা পুরুষ এই বিক্ষোভে সামিল হন। বহড়ু, উত্তর দুর্গাপুর ও শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকশো মানুষ এদিন এই বিক্ষোভে শামিল হন। এই ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও বড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঘটনাস্থলে চলে আসেন।

জয়নগর থানার এস আই চন্দ্রশেখর ঘোষাল ও বহড়ু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্নেহাশিস নাইয়া দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে এবং জয়নগর ১ নং বিডিও র সাথে কথা বলে বিক্ষোভ তুলে দেন। এ ব্যাপারে বিক্ষোভকারীরা বলেন, আমরা জানতে পেরেছিলাম সোমবার বহড়ুতে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেই মত আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু এই ভ্যাকসিন নিয়ে খুব খারাপ পরিস্থিতি এই এলাকায়। সঠিক তথ্য কেন জানানো হবে না আমাদের। এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস বলেন, সরকারি ভাবে সোমবার বহড়ুতে ভ্যাকসিনের কোনো কর্মসূচির প্রচার করা হয় নি। ওই এলাকার মানুষ কার মুখ থেকে শুনে কীভাবে এলো বলতে পারবো না। যেদিন যে এলাকায় ভ্যাকসিন দেওয়া হবে তার আগের দিন সেই এলাকায় প্রচার করে দেওয়া হয়। যেমন মঙ্গলবার বহড়ু হাসিমপুরে এই ভ্যাকসিন কর্মসূচি আছে। সব এলাকায় নিয়মিত এই ভ্যাকসিন কর্মসূচি চলছে। তবে এলাকার মানুষদের বলবো সরকারি কোনো ঘোষণা ছাড়া গুজবের ভিত্তিতে এই ভাবে লাইনে দাঁড়াবেন না।

পুজোর উপহার দিলেন নিকোলাস লো

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর কয়েকদিন পরে বাঙালির সর্ব প্রিয় উৎসব দুর্গাপুজো শুরু হতে চলেছে। আর তাঁর ঠিক আগে মঙ্গলবার বেলায় জয়নগর সহ আশেপাশের এলাকার ৫ শতাধিক গরীব মানুষদের হাতে পুজোর উপহার তুলে দিতে জয়নগরে এলেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার নিকোলাস লো। মঙ্গলবার সকালে সড়কপথে ক্যানিং এর উত্তর ভাগ হয়ে জয়নগরে এলেন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিকোলাস

লো। জয়নগর টাউনহলে এ দিন ফোক ও বিএম সিং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জয়নগর থানা, প্রত্যয় এবং জয়নগর মজিলপুর পুরসভার সহায়তায় জয়নগর ও আশেপাশে এলাকার ৫ শতাধিক গরীব মানুষের হাতে পুজোর উপহার হিসেবে শাড়ি ও লুঙ্গি তুলে দেওয়া হলো একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিকোলাস লো, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, ফোক সংস্থার সদস্য সহদেব সোম, বি এম সিং ফাউন্ডেশনের রাধিকা সিং, নন্দকিশোর সিং, জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা সহ আরো অনেকে। এদিন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিকোলাস লো সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক জয়নগরে এলাকায় আসতে পেরে খুব ভালো লেগেছে বলে জানালেন। তিনি এ দিন এ ও বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সুন্দরবনের বহু এলাকার মানুষ খুব খারাপ অবস্থায় আছে। তাই পুজোর আগে তাদের হাতে কিছু তুলে দিতে পেরে আমার খুব ভালো লেগেছে। এদিন তিনি জয়নগরের বহু প্রাচীন জয়চন্ডী কালী মন্দির ও ধন্বন্তরী কালী মন্দির দর্শন করেন। পুজো দেন এই দুটি মন্দিরে। কথা বলেন পুরোহিত ও সাধারণ মানুষের সাথে। ছবি তোলেন সবার সাথে। এর পরে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিদর্শন করে কলকাতার দিকে রওনা দেন। এদিন তাঁর জয়নগর সফর কে ঘিরে কড়া পুলিশী ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

মঞ্চ মাতালেন মন্ত্রী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : তিনি কখনও নেতা। আবার কখনও অভিনেতা। একই অঙ্গে তাঁর হরেক রূপ। পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে এই রূপেই সারাটা বছর দেখতে অভ্যস্ত এলাকাবাসী। রাজ্যজুড়ে মন্ত্রীর যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সহ দলীয় কাজে শত ব্যস্ততার মধ্যেও এবারও যার অন্যথা হল না। গত ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার

বিদ্যানগরে মঞ্চস্থ যাত্রাপালায় নিজের অভিনয় প্রতিভার মাধ্যমে এলাকাবাসীকে ফের মুগ্ধ করালেন নেতা-অভিনেতা স্বপন দেবনাথ।

এদিন নিজের নির্বাচন ক্ষেত্র বিদ্যানগরে গয়ারাম দাস মঞ্চে আয়োজিত এক ঐতিহাসিক যাত্রাপালায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। চৈতন্য পাঠাগার ও সংলাপ পরিচালিত ও চৈতন্য নাট্য সমাজ নিবেদিত এবং ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত অশ্রু দিয়ে লেখা যাত্রাপালায় সাধারণ এক পরোপকারী গ্রামবাসীর ভূমিকায় মন্ত্রী অভিনয় করেছিলেন। এদিনও তিনি পূর্বেকার মতো সহ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে অত্যন্ত সাবলীলভাবে নিজের অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় একটা সময় কীর্তন, নাটক, যাত্রাপালা প্রভৃতির ব্যাপক চর্চা ছিল। কিন্তু, কালের গতিকে আধুনিকতার ধাক্কায় বঙ্গের এইসব আপন ঐতিহ্যে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। বহু জায়গায় এখন আর এসবের চর্চা নেই বললেই চলে। তবে, এলাকার জনপ্রতিনিধি তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের হাত ধরে ধীরে ধীরে আপন এই ঐতিহ্য ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তিনি গড়ে তুলেছেন একাধিক সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক সংগঠন। যেগুলির মাধ্যমে সারাটা বছরই বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি, প্রতিবছর এলাকায় যাত্রাপালা মঞ্চস্থ সহ কবি সম্মেলন, বাউল সম্মেলন, কীর্তনের আসর প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। বঙ্গের যাত্রাপালার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য স্বপন দেবনাথের এহেন নিরলস প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সংস্কৃতি প্রেমীরা।

জীবনতলায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দাগী দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো জীবনতলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সালাউদ্দিন মোল্লা। ধৃত দুষ্কৃতীর কাছ থেকে কার্তুজ সহ একটি পাইপগান, চারটি মোবাইল ফোন, একটি ধারালো দা সহ জিনসের প্যান্ট ও প্রচুর পরিমান জামা কাপড়। ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পায় জীবনতলা থানার পুলিশ। খবর পাওয়া মাত্র স্থানীয় দেউলি

বাজারে হানা দেয় জীবনতলা থানার ওসি সমরেশ ঘোষ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করে দুষ্কৃতীকে। ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সেবিষয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে বিরোধী দল বিজেপি মনোনীত গোসাবা বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী পলাশ রাণা ক্যানিং মহকুমা শাসকের দফতরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রমিত দাসের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন।শুক্রবার পলাশ বাবুর সাথে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত,খানাকুলের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়,রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু,

রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সিং , রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবজিত সরকার,বাসন্তী ব্লক বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার,অসিত মন্ডল সহ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা বলেন, গোসাবা বিধানসভা উপনির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। তবে জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।'

মিলে মিশে একাকার

প্রথম পাতার পর

এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষক পুরোহিত পৃথ্বীশ চক্রবর্তী জানালেন, প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র বা পঞ্জিকা মতে দেবীর আগমন ও গমণের ফল মিলে যেতে পারে। বা পূর্বেও মিলে গেছে। তাই আমাদের এবার সতর্ক থাকতে হবে।

দেবব্রত শাস্ত্রী জানালেন, অ্যাস্ট্রোলজি আর অ্যাস্ট্রনমি একই গাছের দুই ডাল। ঋক বেদে জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই নক্ষত্র তিথি দেখে মায়ের আগমন-গমণের ফল জানানো হয়। ফলাফল মিলতে বাধ্য। তাই গমনের ফল যদি মড়ক হয়, তাহলে করোনা নিয়ে আমাদের পুজোর সময় আরও সচেতন হতে হবে। বিজয় শাস্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক জ্যোতিষী তপন শাস্ত্রীও একই মতামত দিয়েছেন। ড. জয়ন্ত কুশারী তাঁর মতামতে বলেন, মা দুর্গা এবছর দোলায় চেপে চলে যাচ্ছেন আশা করা যায়, মড়ক হয়তো কিছুটা হলেও কমতে পারে কারণ মা দোলা তাঁর সঙ্গে নিয়েই চলে যাচ্ছেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করার জন্য। উল্লেখ্য, হু-র তরফ থেকে বলা হয়েছে ২০২২ থেকে ভারতে করোনার প্রকোপ অনেকটাই কমবে। স্বাভাবিক হতে পারে ভারত। গত দেড় বছর ধরে যেই ফল আমরা ভোগ করেছি তা হয়তো মানুষ এবার মনে রাখবে এবং প্রকৃতিকে সম্মান করে চলবে। আসলে মা দুর্গার এই আরাধনা হলো প্রকৃতির পুজো। তাই সপ্তমীর সকালে মা গঙ্গার পুজো দিয়ে শুরু করে নবপত্রিকার ন'টি বৃক্ষের পুজো করে আমরা শুরু করি মা দুর্গার পুজো। জ্ঞান লক্ষ্মী ও শক্তি এই তিন দেবীর আরাধনাতে যেন সকলে সারা বছর মেতে থাকতে পারে।

সাহিত্যের তেরো পার্বণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজের তিনতলার রেনেসাঁস হলে প্রকাশিত হল ঘনশ্যাম চৌধুরী এবং সিদ্ধার্থ সিংহ সম্পাদিত ৪৭ ফর্মার, ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজের বোর্ড বাঁধাই এক সুবিশাল পূজাবার্ষিকী- সাহিত্যের তেরো পার্বণ।

এই পূজাবার্ষিকীটিতে কে লেখেননি? গল্প লিখেছেন- রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ মজুমদার, মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, আবুল বাশার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নলিনী বেরা, প্রচেত গুপ্ত, সিদ্ধার্থ সিংহ। কবিতা লিখেছেন- শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, নবনীতা দেব সেন, শ্রীজাত। প্রবন্ধ লিখেছেন- নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, হাসান আজিজুল হক, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন গুপ্ত, পৃথ্বীরাজ সেন। কলম ধরেছেন চলচ্চিত্র জগতের তরুণ মজুমদার, মাধবী মুখার্জি, জহর বিশ্বাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অভিনেত্রী এবং চিত্রপরিচালক অপর্ণা সেন, ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রপরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের।

কমিকসে রহস্য কাহিনী উপহার দিয়েছেন 'বাটুল দি গ্রেট' এবং 'হাঁদাভোঁদা'-র জনক নারায়ণ দেবনাথ। এ ছাড়াও এমন অনেক তরুণ কবি-লেখকদের লেখা এই সংকলনের রয়েছে, যার মান এই সব লেখকদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। একসঙ্গে এত স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিক সম্ভবত আর কোনও পূজাবার্ষিকী বা শারদীয়া সংখ্যায় লেখেননি। অথচ দাম রাখা হয়েছে মাত্র ৪০০ টাকা। বংশপরম্পরায় চিরকাল সংগ্রহে রাখার মতো 'নিউ ভারত সাহিত্য কুটির' থেকে প্রকাশিত এই পূজাবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিড়ে ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন গায়ক সৈকত মিত্র, অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, এই সংকলনের দুই সম্পাদক ঘনশ্যাম চৌধুরী এবং সিদ্ধার্থ সিংহ ছাড়াও অজস্র কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, গায়ক, সুরকার, গীতিকার, প্রকাশক।

'নিউ ভারত সাহিত্য কুটির'-এর কর্ণধার পঙ্কজকুমার বসাক এ দিনই ঘোষণা করেন, আজ আমাদের এই সংকলন দিয়ে পথচলা শুরু হলেও আমরা এখানেই থেমে থাকব না। প্রতি বছর এই ধরনের সংকলন অন্তত দুটি করে প্রকাশ করব। একটি পুজোর সময়, আর একটি পয়লা বৈশাখে। বইটি এখন পাওয়া যাচ্ছে রায় বুক স্টল, দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপু) ও প্রকাশকের নিজস্ব কাউন্টারে। এ ছাড়াও ঘরে বসে বই পাওয়া যাবে বইটই, বইহাট, ফ্লিপকার্ট-সহ বিভিন্ন অনলাইনের মাধ্যমে।

কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক রাজনৈতিক দলের রক্তদান শিবিরের মধ্যেই দলবদলের ঘটনা ঘটলো।সারা রাজ্যে যেখানে বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে যোগ দেবার ঘটনা ঘটছে সেখানে বিজেপি ছেড়ে এবার কংগ্রেসে যোগদানের ঘটনা ঘটলো। ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা ব্যানার্জির বিপুল ভোটে জয়ের দিনই জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি নেতা অমিতাভ মুখার্জি দল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। রবিবার জয়নগর টাউন হলে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর ৭৮ তম জন্মদিনকে সামনে রেখে হওয়া ২ নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে যোগ দিয়ে এই বিজেপি নেতা জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। প্রায় ৭ বছর ধরে তিনি জয়নগরে বিজেপি করছিলেন। এদিন জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েই তিনি বিজেপির সমালোচনায় মুখর হন। তিনি বলেন, ওই দলে এখন কাজের কোনও পরিবেশ নেই। শুধুই নিজেদের মধ্যে কাজ নিয়ে চলছে খেয়োখেয়ি। কে কাজ করবে তা নিয়ে চলছে নিজেদের মধ্যে লড়াই। তাই কাজ হয় না। শুধুই দলাদলি হয়। এতো বছর ধরে এসব দেখে আসছি। ওই দলাদলির করতে পারি না। শান্তি চাই। তাই সরে এলাম। জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করা নিয়ে তিনি জানান, আগে কংগ্রেস করতাম। দলের একজনের ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে কংগ্রেসের পদ ছেড়ে ছিলাম। বিজেপিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ৭ বছর ওই দল করার পরে মনে হচ্ছে আগের দলই ভালো ছিল।

নদীগর্ভে তলিয়ে গেল বাড়িঘর

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি নদীতে জোয়ার থাকায় আরো বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেঙে পড়ে নদীতে তলিয়ে যায়। এছাড়াও আরো বেশ কিছু বাড়িঘর ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। রহিমা মন্ডল, আজারুল লস্কর, অজয় দাস, আনসার সেখ, মহিনউদ্দিন আনসারী, সফিকুল মল্লিক, কোহিনুর খানরা সমস্ত কিছু হারিয়ে ঠাঁই নিয়েছেন সরকারি ত্রাণ শিবিরে। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই নদীবাঁধের অবস্থা বেহাল। বাঁধ সারাইয়ের জন্য প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই। অবিলম্বে নদীবাঁধ কংক্রীটের তৈরী করার দাবি জানাচ্ছি।

অন্যদিকে এলাকার তৃণমূল নেতা মন্টু গাজী ঘটনার খবর পেয়েই মুহূর্তে হাজীর হন ঘটনাস্থলে। তিনি দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা বলেন, ওই এলাকার নদীবাঁধ শক্তপোক্ত করার জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। অনেকদিন আগেই নদীর পাড় থেকে সকলকে অন্যত্র সরে যেতে বলা হয়েছে। কেউ সরে যায়নি। এছাড়াও নদীবাঁধ ভেঙে যেতে পারে তার জন্য এলাকাবাসীদের বৃহস্পতিবার সতর্ক করা হয়েছিল। শুক্রবার সকালে নদীবাঁধ ভেঙে ১৬ টি বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে আসবাবপত্র সহ। বর্তমানে নদীবাঁধ সারাইয়ের কাজ চলছে। দুর্গতের সরিয়ে আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমান ত্রাণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকারি ভাবে।

নাম পরিবর্তন

SHABANA KHATUN, WIFE OF SAMIM ANSARI, RESIDING AT NORTH GOALA PARA, P.O- ANGUS, P.S. BHADRESWAR, DIST- HOOGHLY. THAT MY ORGINAL NAME IS SHABANA KHATOON AND THE SAME HAS RIGHTLY BEEN RECORDED IN MY AADHAR CARD. THAT IN THE BIRTH CERTIFICATE OF MY SON KAMIL AHAMED ANSARI VIDE NO-236 DATED 17/2/2009, MY NAME AS HIS MOTHER HAS BEEN RECORDED AS SHABNAM KHATOON, IN PALACE OF SHABANA KHATOON AND ACTUAL NAME OF MY HUSBAND IS SAMIM ANSARI AND SAME RECORDED IN HIS AADHAR CARD.

খুশি হবেন তো উমা

প্রথম পাতার পর

মাছ-মাংস-ডিমের কথা তো বাদই দিলাম। পেট্রল ১০৪ টাকা লিটার ছুঁইছুঁই করছে। রান্নার গ্যাস-ডিজেলেরও মূল্য বেড়ে চলেছে। এছাড়া এই ডিজিটাল যুগে মানুষকে তাল মেলাতে ব্যবহার করতে হচ্ছে অ্যানড্রয়েড ফোন, কেবল টিভি, বিদ্যুৎ। তার খরচ মেটাতেও মানুষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। জলে ডুবে থাকা জমিতে ফুল চাষে ধাক্কা খেয়েছে মারাত্মক, অতি বৃষ্টির কারণে পদ্ম চাষও সীমিত। কিন্তু পুজো উপাদানে ফুল মালার প্রয়োজন সর্বত্র। বারোয়ারী উদ্যোক্তা থেকে বাড়ির পুজো কর্তাদের মাথায় হাত আকাশ ছোঁয়া ফুলের দামের কারণে। সন্ধিক্ষণে ১০৮ পদ্মের যোগান দিতে পারবে কিনা সেই নিয়েও সন্দিহান ফুল বিক্রেতারা। তারা বলছেন, জোগাড় হলেও আকাশ ছোঁয়া দামে কিনতে হবে।

আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে হয়তো এত আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল না, তবু দুর্গা পুজোর সময় মানুষ বেশ ফুরফুরে থাকত। কিন্তু আনন্দ-অবকাশ আজ আর নেই। প্রতিনিয়ত মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে। তাই দুয়ারে দুর্গা এলেও মন ভালো নেই বাংলার।

সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ

অশোক কুমার সেন : সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ' নামক ছড়ার বইটি যার রচনা সেই দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের জীবন যেমন বর্ণময় তেমনই বর্ণময় সোঁদর বনের 'দারোগা', 'দস্যু', 'বনবিবি' আর 'দখিন রায়'। অনবদ্য শব্দ চয়নে ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রগুলিকে। বর্তমান আইপিএস দ্যুতিমানের জীবন যেমন শিক্ষকতা, শিল্পীমন ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় রঙিন তেমনই রঙিন বইটির প্রচ্ছদ, কাগজ ও রেখচিত্র। এককথায় ঝকঝকে ছড়ার বই ছোট বড় সকলের হাতে তুলে দেবার মতো।

এই মানুষটির সঙ্গে হাওড়ায় তাঁর চেম্বারে যখন আলাপ হল তখন যে দ্যুতিমানকে দেখেছি সেই কেমন অচেনা লাগল বইটি হাতে তুলে দেবার সময়। আলাপচারিতায় পুলিশি গাম্ভীর্য ছেড়ে যে সামাজিক মননের পরিচয়

দিয়েছিলেন তাতে চেম্বারে ঢোকবার আগে সমস্ত দ্বন্দ্ব কেটে গিয়েছিল। মানুষের প্রতি দ্যুতিমানের যে মূল্যায়ণ তা চলে বাস্তবের পথ ধরে। সেই পথ ধরেই চলেছে সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ। যিনি কোনওদিন সুন্দরবনের গহন গভীরে প্রবেশ করেননি তিনিও দ্যুতিমানের কলম ধরে স্বচ্ছন্দে পৌঁছে যেতে পারেন সোঁদা মাটির জঙ্গলে। শেষে শুধু একটাই চাহিদা আরও দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ুক পাতায় পাতায়, খাতায় খাতায়।

নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার বেলায় জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসত গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি ১৫ বছরের নাবালিকা মেয়েকে অসংলগ্ন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকার বাসিন্দাদের। এমন সময় ওই এলাকার এক মহিলা এগিয়ে এসে ওই নাবালিকা মেয়েটিকে যখন বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে যায় সেই সময় মেয়েটি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ওই মহিলাটি তৎক্ষণাৎ নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চোখে মাথায় জল দিলে ওই নাবালিকার জ্ঞান ফেরে। এরপর তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে তার বাড়ি কোথায় এবং কোথায় থেকে এখানে এসেছে, কিভাবে এসেছে। ওই নাবালিকা কোনও কথার উত্তর দেয় না। আর তাই ওই মহিলা

এলাকার বাসিন্দাদের জানানোর পরে জয়নগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ এসে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। বাড়ির লোককে জানানোর পরে ওই নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় থানার পক্ষ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, উদ্ধার হওয়া ওই নাবালিকার বাড়ি মন্দিরবাজার থানা এলাকায়। কোনো কারণবশত সে দক্ষিণ বারাসতে চলে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে।

লেন্স বার্তা

'জাগো তুমি জাগো, জাগো প্রশাসন' – মহেশতলার দিকে ঘোরাও নয়ন।

বাড়ছে সংক্রমণ, তৎপর পুরসভা। করোনা মারতে কামান দাগা।

সাজছে তিলোত্তমা তাই কোপ পড়েছে গাছে।

সবুজ নিয়ে পথ চলা, রিক্সা বাগানে অক্সিজেনের মেলা ছবি : অভিজিৎ কর

প্লাসটিক মুক্ত ভারত গড়তে চলছে অভিযান। সেই অভিযানে সামিল হয়েছে নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা। সাথে রয়েছে সীমা সুরক্ষা বল।

বিধায়কদের দেওয়া নির্বাচনী ব্যয়ের বিশ্লেষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ – এর ধারা ৭৮ অনুসারে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকার জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তার কাছে তার নির্বাচনী ব্যয়ের একটি সত্যিকারের প্রতিলিপি জমা দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন – ২০২১ এরপরে ২৯২ জন নবনির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে ২৯১ জনের দেওয়া নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্যের বিশ্লেষণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়ের সীমা ছিল ৩০.৮০ লক্ষ টাকা। এই নির্বাচনী ব্যয়ের নথির মধ্যে বিশদভাবে রয়েছে জনসভা ও মিছিলের ব্যয়ের বিবরণ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ক্যাম্পেন এবং সেই ক্যাম্পেন কর্মীদের ব্যয়, ব্যবহৃত যানবাহনের ব্যয় এবং ক্যাম্পেনের উপকরণের জন্য ব্যয়।

প্রত্যেক বিজয়ীকে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তার নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। সেসূত্রে এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময়সীমা ছিল ১ জুন ২০২১। তবু, এটা দেখা গেছে যে, বিজয়ীদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাবার পরেও উল্লেখযোগ্যভাবে সিইও বা ডিইও-এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। এক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয় যে, বিধায়কদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ পাবার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিধায়কদের বিমূর্ত ব্যয় বিবৃতি প্রধান নির্বাহীর ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হয়।

যে কোনও বিজয়ীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আবেদন বা পিটিশন দাখিলের সময়সীমা হলো ফলাফল ঘোষণার ৪৫ দিন পরে পিটিশন দাখিল করতে হয়। সাধারণত, বিধায়করা তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী জমা দেওয়ার জন্য দেওয়া প্রদত্ত ৩০ দিনের শেষে জমা দেন। এর ফলে যেকোনও সাধারণ নাগরিকের পক্ষে যে কোনও বিজয়ীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করতে ১৫ দিন সময় লাগে। বিধায়কদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ যাচাই এবং নির্বাচনী আবেদনের জন্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য নাগরিকদের সময় দেওয়ার জন্য নির্বাচনী আবেদনপত্র বা পিটিশন দাখিলের সময়সীমা বাড়ানো উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন – ২০২১ – এর বিজয়ী বিধায়কদের নির্বাচনী ব্যয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি এরকম --- ১) বিশ্লেষিত ২৯১ জন বিধায়কের মধ্যে ৫১ জন বিধায়ক ঘোষণা করেছেন, তাদের নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনী ব্যয় নির্দিষ্ট সীমার ৫০ শতাংশের কম নির্বাচনী ব্যয় হয়েছে। ২) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৯১ জন বিধায়কের নির্বাচনী ব্যয়ের ঘোষণার ভিত্তিতে, নির্বাচনে তাদের ব্যয় করা অর্থের গড় পরিমাণ ২০.৫৮ লক্ষ টাকা, যা নির্বাচনী ব্যয় সীমার ৬৭ শতাংশ। ৩) তৃণমূল কংগ্রেসের ২১২ জন বিধায়কের গড় নির্বাচনী ব্যয় ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৮০ টাকা, যা নির্বাচনী ব্যয় সীমার ৬৯.৭ শতাংশ। তাদের এই গড় নির্বাচনী ব্যয়ের মধ্যে তারকা প্রচারকদের সঙ্গে জনসভা, মিছিল ইত্যাদিতে ব্যয় ৩,৪০,০৩৫ টাকা এবং বিজেপির ৭৭ জন বিধায়কের গড় নির্বাচনী ব্যয় ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৯৯ টাকা, যা নির্বাচনী ব্যয় সীমার ৫৯.৯ শতাংশ। বিজেপির এই গড় নির্বাচনী ব্যয়ের মধ্যে তারকা প্রচারকদের সঙ্গে জনসভা, মিছিল ইত্যাদিতে ব্যয় ৩,৪০,০৩৫ টাকা। প্রসঙ্গত, গড় নির্বাচনী ব্যয় সীমা ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি (তফসিলি কেন্দ্র) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট নির্বাচনী ব্যয়সীমার মধ্যে সর্বমোট ৩০,০১,২৪১ টাকা (৯৭ শতাংশ) ব্যয় করেছেন। এদিকে বিশ্লেষণ করা ২৯১ জন বিধায়কের মধ্যে ২২৯ জন বিধায়ক ঘোষণা করেছেন যে তারা তারকা প্রচারকদের সঙ্গে জনসভা, মিছিল ইত্যাদিতে তহবিল থেকে ব্যয় করেছেন এবং ৬২ জন বিধায়ক ঘোষণা করেছেন যে তারা তারকা প্রচারকদের সঙ্গে মিছিল জনসভায় ইত্যাদিতে তহবিল থেকে কোনও ব্যয় করেন নি।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ বিধানসভা নির্বাচন, ২০২১-এ বিধায়কদের দ্বারা নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিধায়কদের প্রাপ্ত তহবিলের মধ্যে ৯১ শতাংশ তহবিল রাজনৈতিক দল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আর বাকি ৪ শতাংশ তহবিল বিধায়ক নিজে সংগ্রহ করেছিলেন। এবং ৫ শতাংশ তহবিল অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা তহবিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্লেষিত ২১২ জন বিধায়কের নির্বাচনী ক্যাম্পেনের জন্য গড়ে মোট নির্বাচনী ব্যয় ২৬,৮৮,৯৮৭.৪২ টাকা। এর মধ্যে গড়ে তৃণমূলী বিধায়কদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় ৮২,৯৩০.৬৭ টাকা। গড়ে রাজনৈতিক দলের তহবিল থেকে ব্যয় ২৪,৭৯,০৫১.৭১ টাকা। গড়ে অন্যান্য সংস্থা এবং উৎস থেকে ব্যয় ১,২৭,০৬২.২৮ টাকা। অপরদিকে বিজেপির বিশ্লেষিত ৭৭ জন বিধায়কের নির্বাচনী ক্যাম্পেনের জন্য গড়ে মোট নির্বাচনী ব্যয় ১৭,১১,৭২৬.১৮ টাকা। এরমধ্যে গড়ে বিজেপি দলের বিধায়কদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় ১,০১,৫০৬.৭৯ টাকা। গড়ে রাজনৈতিক দলের তহবিল থেকে ব্যয় ১৪,৯৩,৮৮২.২৫ টাকা। আর গড়ে অন্যান্য সংস্থা এবং উৎস থেকে ব্যয় ১,১৭,৩৯৮.৬২ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কসবা (১৪৯) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের বিধায়ক রাজ্যের একজন অভিজ্ঞ পূর্ণমন্ত্রী স্থানীয় প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি জাভেদ আহমেদ খান রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমার ৬৮ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। অন্যদিকে, যাদবপুর (১৫০) কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথমবারের বিধায়ক কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান কো-অর্ডিনেটর দেবব্রত মজুমদার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমার মাত্র ৫২ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। রাসবিহারী (১৬০) কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক প্রথমবারের বিধায়ক কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান কো-অর্ডিনেটর দেবাশিস কুমার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমার ৫৭ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। আরেক কাশীপুর-বেলগাছিয়া (১৬৮) কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক প্রথমবারের বিধায়ক কলকাতা পুরসংস্থার বর্তমান উপ-প্রশাসক অতীন ঘোষ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমার ওই ৫৭ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। টালিগঞ্জের (১৫২) তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের বিধায়ক রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী স্থানীয় প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি অরূপ বিশ্বাস নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমার মাত্র ৪৩ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। আবার বেহালা পূর্ব (১৫৩) থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথমবারের বিধায়িকা কলকাতা পুরসংস্থার প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ সহধর্মিণী রত্না চট্টোপাধ্যায় নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমার মাত্র ৫২ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। অপরদিকে কল্পনাতীত ঘটনা বেহালা পশ্চিম (১৫৪) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দীর্ঘ ২০ বছরের (২০০১ থেকে) তৃণমূলী বিধায়ক রাজ্যের একজন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ভরপুর পূর্ণমন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমা ৮১ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। মানিকতলা (১৬৭) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দীর্ঘদিনের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক রাজ্যের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ দক্ষ পূর্ণমন্ত্রী সাধন পান্ডে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিধায়কদের ব্যয়সীমা ৮২ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। অপরদিকে দেখুন বালিগঞ্জ (১৬১) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দীর্ঘদিনের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক রাজ্যের অভিজ্ঞ দক্ষ পূর্ণমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিধানসভা নির্বাচনে বিধায়কদের ব্যয়সীমার মাত্র ৩৪ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। বালিগঞ্জের ভোটাররা তার কর্মগুণেই তাঁকে ভোট দেয়। গাদাগাদা টাকা ব্যয় করে ঢাউস-ঢাউস কাটআউটের করে প্রচারের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কলকাতা বন্দর (১৫৮) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম ৪৮ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। মধ্য কলকাতার চৌরঙ্গি (১৬২) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলী বিধায়িকা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। কলকাতা উত্তরের এন্টালি (১৬৩) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক স্বর্নকমল সাহা ৫৩ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। বেলেঘাটা (১৬৪) বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পরেশ পাল অনেকটা বেশি ৭৩ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন। জোড়াসাঁকো (১৬৫) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম বারের বিধায়ক বিবেক গুপ্ত সম্ভব প্রথমবার হওয়ায় একটু বেশি ৭৪ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন এবং উত্তর কলকাতার শ্যামপুর (১৬৬) কেন্দ্র থেকে রাজ্য মন্ত্রিসভার অত্যন্ত দক্ষ ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্থানীয় প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি ডা. শশী পাঁজা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিধায়কদের ব্যয় সীমার মাত্র ৪৩ শতাংশ টাকা ব্যয় করেন।

পুজোয় কলকাতাকে উপহার দিল এক নতুন ধরনের মিষ্টির দোকান। তার নাম হলো ডুনকেল ব্রাউন। এই বিপণীর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কর্ণধার সন্দীপ গুপ্ত এবং চেয়ারম্যান লালজী প্রসাদ গুপ্ত।

ছবি : উৎপল কুমার রায়

বাড়তি বৃষ্টি এবার কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষায় এবছর রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে কলকাতাসহ সারা রাজ্যে। এবার সেপ্টেম্বরে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিকের চেয়ে ৮০ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা পুর এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে ৯৬ শতাংশ বেশি। রাজ্যে সেপ্টেম্বরে স্বাভাবিকের তুলনায় ৩৯ শতাংশ বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। ১ জুন থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ রাজ্যে গড় বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৬০৯ মিলিমিটার, যা সামগ্রিকভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। বাংলায় প্রতি বর্ষায় সাধারণত ১৪০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, সেখানে এবার ১৬১১.৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে গড় বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৫৪৮ মিলিমিটার, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩১.৭ শতাংশ বেশি। প্রসঙ্গত, ২০২০-র ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা মহানগরে সর্বমোট বৃষ্টি হয়েছিল ১৪০০ মিলিমিটার। আর এবছর ৪ আগষ্ট সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত কলকাতা মহানগরে বর্ষার বৃষ্টির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪০০ মিলিমিটার। এদিকে কলকাতা পুরসংস্থার সুয়্যারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা নিত্য দিন চিন্তিত হয়ে উঠছে কারণ হিমবাহ গলতে থাকায় নদীতে বছরে ৪.৭ মিলিমিটার করে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ষার পিক আওয়ারে হুগলি নদীতে ভাটার সময়ও নদীর জল সেভাবে নামছে না। ফলে কলকাতার নিকাশি খালের জল ভাটার সময়কালে যতোটা হুগলি নদীতে পড়ার কথা, ততটা ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কলকাতা শহর থেকে বর্ষার জমা জল নামতে অতিরিক্ত সময় লাগছে।

বেলুড় থেকে বেঙ্গালুরু রোজির হাত ধরে পৌঁছচ্ছে মা দুর্গা

বিশেষ প্রতিনিধি: ছোটবেলাটা কেটেছে পুরনো কলকাতার শ্যামবাজারে। বাবার হাত ধরে পাড়ার পুজোয় কাজ করা দিয়ে রোজির পথ চলা শুরু। তারপর কলকাতার বেলগাছিয়ার রোজি ব্যানার্জীর বিয়ে হয় বেলুড়ের পাল বাড়িতে। ফলতার জমিদার এই পাল পরিবারের দীর্ঘদিনের বসবাস বেলুড়ে। সেই সূত্রে রোজি বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোতেও অংশ নিতেন প্রতিবার। কিন্তু স্বামীর কর্মসূত্রে তাঁকে চলে আসতে হয় বেঙ্গালুরু। কিছুদিন স্বপরিবারে লন্ডনে বসবাসের পর এখন বেঙ্গালুরুর স্থায়ী বাসিন্দা রোজি পাল। তার উদ্যোগেই এবার বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে একমাত্র বাড়ির পুজো। এক কথায় পাল পরিবারের বধূ রোজির হাত ধরেই এক টুকরো বিশুদ্ধ কলকাতার শারদোৎসবের স্বাদ পেতে চলেছে বেঙ্গালুরু। বেঙ্গালুরুর এইচ এ এল-এ তাই এখন সাজ সাজ রব। কলকাতা থেকে এসেছে ঠাকুর তৈরির মিস্ত্রী, হালুইকার, ময়রা থেকে সব কিছুই। পাল পরিবারের পেন্ট হাউসেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ঢাকি, পুরোহিত ও ময়রাদের। একেবারে খাঁটি বাঙালিয়ানায় সেখানেই তৈরি হবে রকমারি পুজোর উপকরণ থেকে হরেক পদের মিষ্টি। রোজি জানান, এ বছর তাঁদের পুজো পা দিল দ্বিতীয় বর্ষে। বাঙলা গানের মূর্ছনা, বাঙালি খাওয়াদাওয়ার রসনাতৃপ্তি আর বাঙালির বিখ্যাত নির্ভেজাল পুজোর আড্ডার মেলবন্ধনে মেতে উঠতে চলেছেন

বেঙ্গালুরুর পাল পরিবারের এই দুর্গা পুজো। তিনি জানান, বেলুড় থেকে চলে আসার পর ছোটো বেলার সেই দুর্গাপুজোর স্মৃতি খুব মিস করতেন। আর কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময়েই তাঁরা ঠিক করেছিলেন পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন বাঙালিয়ানা ও বাংলার ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। সেই ভাবনা থেকেই বেঙ্গালুরুতে চলে আসার পর কয়েকবছর আগে দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন সোসাইটির কমিউনিটি হলে। পরে কিছু বছর লন্ডনে কাটানোর পর ফের বেঙ্গালুরু ফিরে এসে এখন ফ্ল্যাটের মধ্যেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয় কলকাতার আদলে, কলকাতা থেকে লোকজন এনে। তাঁর মতে বেঙ্গালুরুতে এ বছর প্রায় একশটি দুর্গাপুজো হচ্ছে। কিন্তু সেগুলি সবই আবাসন বা অ্যাপার্টমেন্ট বা বারোয়ারী পুজো। তাঁদের পুজোটাই একমাত্র বাড়ির পুজো।

রোজির এই প্রবাসে দুর্গা পুজো করার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন পাল পরিবারের গৃহকর্তা সিতাংশু শেখর পাল ও তার স্ত্রী শিপ্রা পাল। এই পাল দম্পতি জানান, এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে সকলে চলেছে। এটাই সঠিক সময় যখন সব ভয় কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে হবে। ভয়কে জয় করতে হবে। আর মা তো বরাভয়দাত্রী। তাই ভয়কে জয় করতে গেলে দুর্গাপুজোর থেকে ভাল আর কী বা হতে পারে। মায়ের আশীর্বাদে সব কিছু ভালো হবে। দূর দূরান্ত থেকে যারা আসবেন তাদের জন্যে কোভিড বিধি মেনে চলারও সব রকম ব্যবস্থা থাকছে। যাদের মাস্ক নেই তাদের জন্যে রাখা হচ্ছে নতুন মাস্ক। মন্ডপ যেমন স্যানিটাইজ করা হবে তেমনি দর্শনার্থীদের জন্যও থাকছে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা।

বেঙ্গালুরুর বিশিষ্ট পশু প্রেমী ও সমাজ সেবী রোজি জানান, মানব ধর্ম সবার আগে। সকলেই তো মায়ের সন্তান। আর এ তো মাতৃপূজা। তাই মায়ের সব সন্তানরাই যাতে এই পুজোয় অংশ নিতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে সবার জন্যে অবাধ প্রবেশ তাঁদের পাল বাড়ির পুজোতে। ভিন রাজ্যে গিয়েও ঐতিহ্য আর নাড়ির টান ভোলেনি পাল পরিবার। তাই রোজির হাত ধরেই এবার বেঙ্গালুরু প্রত্যক্ষ করবে দুর্গাপুজোর বনেদিয়ানা।

কবিতা লিখছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পি সি সরকার (জুনিয়র), তপনদেব চট্টোপাধ্যায়, দীপ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলি ও আরও অনেকে
বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন
ড. দীপককুমার বড় পন্ডা
বাংলা ছবিতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব
লিখছেন : ড. শঙ্কর ঘোষ
আন্দামানে যেসব শহিদদের মনে রাখেনি তাঁদের মনে করাচ্ছেন
ড. জয়ন্ত চৌধুরী
ভগবানের ঠিকানার খোঁজ দিলেন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
রোমহর্ষক জীবনের রোমহর্ষক সত্য কাহিনী পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন
অরিন্দম আচার্য

প্রকাশিত...

পোর্সেলিনের পুতুল দুর্গার
পরিচয় করাচ্ছেন উজ্জ্বল সরদার
রম্যরচনায় সুকুমার মণ্ডল
বিশ্বমানবতা ও ভারতবর্ষ
শ্যামল সেন
বিভিন্ন স্বাদের গল্পে আছেন
সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থসারথি গুহ, প্রণব গুহ ও আরও অনেকে
এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে। যোগাযোগ : ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com